প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **রংপুর**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১২টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**তাজহাট জমিদার বাড়ি**		রংপুর সদর	২৫°৪৩'৩১.১"উ. ৮৯°১৬'৪৭.৬"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ অক্টোবর, ২০০৩	ইন্দো ইউরোপীয় স্থাপত্যিক শৈলীর অনন্য নিদর্শন তাজহাট জমিদার বাড়ি। এই প্রাসাদের ভূমি নকশা ইংরেজি (ইউ) অক্ষরের ন্যায়, যার পশ্চিম দিক উন্মুক্ত এবং সম্মুখভাগে দোতলায় উঠার জন্য মার্বেল পাথরে নির্মিত বিশাল আকারের সিঁড়ি রয়েছে। দুই তলা বিশিষ্ট এ ভবনের উভয় তলায় ১১টি করে ছোট বড় মোট ২২টি কক্ষ রয়েছে। জানা যায় যে, ২০ শতাব্দীর শুরুর দিকে মহারাজা কুমার গোপাল লাল রায় এ ভবনটি নির্মাণ করেন। ১৯৮৪ হতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভবনটি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বেঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ২০০৫ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর হিসাবে এখানে চালু করা হয়।
২.	**লালবিবির কবর**		রংপুর সদর	২৫°৪১'৪২.৭"উ. ৮৯°১৬'৪২.০"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৭ সেপ্টেম্বার,২০১৭	ঐতিহাসিক পলাশী যুদ্ধের পরে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সমর নায়ক মোঘল সম্রাট ২য় আলমগীরের ভাতিজা মোঘল শাহজাদা নুর উদ্দিন বাকের জং এর সংগ্রামী কন্যা লালবিবি। লালবিবির অপর পরিচয় হল তিনি দিল্লীর মোঘল সম্রাট ২য় আকবর শাহ-এর স্ত্রী এবং সর্বশেষ মোঘল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ জাফরের জননী। ছোট ছোট বিভিন্ন আকারের লাল ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এ সমাধিটি।
৩.	**কাটাদুয়ার/বাগদুয়ার দরগাহ**		পীরগঞ্জ	-	কলকাতা গেজেট ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫	কাটাদুয়ার/বাগদুয়ার দরগাহ মূলত মাজার বা কবরস্থান। এর দক্ষিণ দেয়ালে প্রবেশপথ রয়েছে, দক্ষিণ পাশে যে প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, সেখানে হোসেন শাহের আমলের একটি মসজিদ ছিল বলে ধারণা করা হয়। কাটাদুয়ার/বাগদুয়ার দরগাহটি স্থানীয়ভাবে আধুনিক সংস্কার করায় এর প্রাচীনরূপ দেখা যায় না।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**শাহ ইসমাইল গাজীর দরগাহ**		পীরগঞ্জ বড় দরগাহ	২৫°৩০'২১.১"উ. ৮৯°১৭'২১.৯"পূ.	কলকাতা গেজেট ১২ আগস্ট, ১৯১৪ প্রজ্ঞাপন নং: ৩০০৪ ১০ আগস্ট ১৯১৪	পশ্চিমমুখী এ ইমারতটি আয়তাকার তিন কক্ষ বিশিষ্ট পরিকল্পনায় নির্মিত। এর সমান্তরাল ছাদের কার্ণিশগুলো আনুভূমিক। চারকোণের প্রতিটিতে একটি করে সরু সংলগ্ন বুরুজ রয়েছে। কেন্দ্রীয় কক্ষটির তুলনায় অপর দু'টি কক্ষ অপেক্ষাকৃত ছোট। ধারণা করা হয় সুলতান হোসেন শাহের সময়কালে নির্মাণ করা হয়। দেয়ালের বহির্ভাগে পোড়ামাটির ফলক দিয়ে শোভিত। এ ফলকগুলোতে ফুল, ফল ও লতাপাতার নকশার কারুকাজ রয়েছে।
৫.	**বড় মসজিদ** (মিঠাপুকুর মসজিদ)	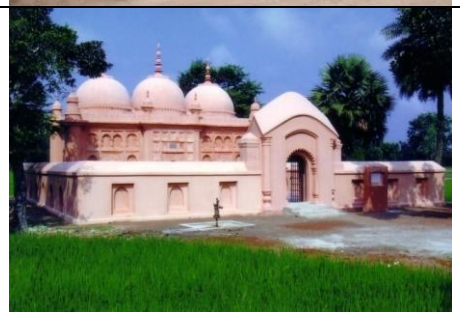	মিঠাপুকুর দুর্গাপুর	২৫°৩৪'৪১.৬"উ. ৮৯°১৬'১১.০"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ ৪-২৫/৫৯.ই.৬ (এ ও এম) পাকিস্তান সরকার,শিক্ষা মন্ত্রনালয়, করাচি ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। মসজিদের গায়ে স্থাপিত কালো পাথরের উপর ফারসি লিপি অনুযায়ী ১২২৬ হিজরি/১৮১১ খ্রি: এটি শেখ মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম নির্মাণ করেন। মসজিদে প্রবেশের জন্য এর পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের চারটি কোণের প্রতিটিতে একটি করে বুরুজ বা মিনার রয়েছে। বুরুজগুলো সমন্বয়ে সরু হয়ে উপরের দিকে উঠে ছোট গম্বুজে রূপ নিয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব রয়েছে। এ মসজিদের নির্মাণ শৈলী মোঘল শাসনামলের প্রচলিত স্থাপত্যরীতির ধারার বাহক।
৬.	**বেগম রোকেয়ার বাড়ি**		মিঠাপুকুর পায়রাবন্দ	২৫°৪০'০০.৫"উ. ৮৯°১৮'০০.৬"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বরঃ সবিম/শা:৬/প্রত্ন: অধি-১১/৯৭-৪৪৩ ১৪ আগস্ট ২০০৪	মহিয়ুসী নারী বেগম রোকেয়া পিতা ছিলেন পায়রাবন্দের জমিদারির সর্বশেষ উত্তরাধিকারী। বেগম রোকেয়ার শৈশবে এ বাড়িটি ভাল অবস্থায় ছিল। বর্তমানে বাড়িটির ভিত্তি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বাড়িটির পরিমাপ উত্তর দক্ষিণে ৯৭ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিমে ৫৮ ফুট। নারী জাগরণের অগ্রদূত মহিয়সী বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।
৭.	**বেগম রোকেয়ার বাড়ি সংলগ্ন মসজিদ**		মিঠাপুকুর পায়রাবন্দ	২৫°৪০'০০.৫"উ. ৮৯°১৮'০০.৬"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বরঃ সবিম/শা:৬/প্রত্ন: অধি-১১/৯৭-৪৪৩ ১৪ আগস্ট ২০০৪	বেগম রোকেয়া বাড়ি সংলগ্ন প্রাচীন মসজিদ একটি প্রাচীন নিদর্শন। ধারণা করা হয় যে, খ্রিস্টীয় ১৮ শতাব্দীর এ মসজিদটি নির্মিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটির উত্তর দেয়ালটি বর্তমানে টিকে আছে

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.	**ফুলচৌকি মসজিদ**		মিঠাপুকুর ময়েনপুর	২৫°৩৫'১৪.৪"উ. ৮৯°১০'০৬.৭"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বরঃ এ/১এ-১৩/১০(অংশ)/ ১৯৬৮ ১০ এপ্রিল ১৯৯৫	রংপর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার মিঠাপুকুর বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রায় ১২ কি.মি. পশ্চিমে ফুলচৌকি মৌজায় এ মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদ থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি (জাতীয় জাদুঘর, ঢাকাতে সংরক্ষিত) থেকে জানা যায়, বাকের মোহাম্মদ কামাল ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের নির্মাণশৈলীতে মোঘল শাসনামলে প্রচলিত স্থাপত্যরীতি প্রতিফলিত হয়েছে।
৯.	**কুন্ডি এবং বাতাসন** (পরগনার দুর্গ প্রাচীর)	-	মিঠাপুকুর	-	প্রজ্ঞাপন নম্বর: ১০৪৪৬ পি বেঙ্গল সরকার রাজনৈতিক শাখা, কলকাতা ১৬ সেপেম্বর ১৯২৫	সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কামরূপ অভিযান থেকে ফেরার পথে যুদ্ধের পুরোহিত কাটোয়ার অধিবাসী শংকর মুখোপধ্যায়ের পুত্র কেশব মুখোপধ্যায়কে কুন্ডির জমিদার হিসেবে মনোনীত করেন। জমিদার কেশব মুখোপধ্যায় ও তার পরবর্তী উত্তরসুরীগণ গড়ে তোলেন জমিদারবাড়ি, একাধিক মন্দির ও অন্যান্য স্থাপনা। এটি করতোয়া ও তিস্তা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে সাবেক জমিদারবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। এখন কেবল একটি শিব মন্দির টিকে আছে।
১০.	**বাগদুয়ার মাউন্ড**		মিঠাপুকুর উদয়পুর	২৫°৩১'৪৬.০"উ. ৮৯°১৪'৩৩.৭"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বর: ৫০৪৭ পি ৫ মে, ১৯২৫	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত শঠিবাড়ি থেকে প্রায় তিন কিমি দূরে 'রাজা ভবচন্দ্রের পাট' বলে পরিচিত স্থানে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পাওয়া যায়। এ স্থানকে উদয়পুর ধাপ বলা হয়ে থাকে। জঙ্গল পরিষ্কার হওয়ার পর, সেখানে পরবর্তীকালে প্রাচীন ইট-পাথরে পরিপূর্ণ অসংখ্য ঢিবির অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু কালক্রমে বেশিরভাগ ঢিবি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ও বর্তমানে এখানে তিনটি ঢিবি টিকে রয়েছে।
১১.	**চাপড়াকোট মাউন্ড**		বদরগঞ্জ	২৫°৪৩'৩৫.৫"উ. ৮৮°৫৮'৫০.৯"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বরঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ ০৩ অক্টোবর ১৯৭৭	এ প্রত্নস্থানে অত্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি ইট নির্মিত ইমারতের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। ইমারতের প্রতি বাহুতে সারিবদ্ধ কক্ষ ও টানা বারান্দা রয়েছে। মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে আছে উন্মুক্ত চত্বর। এ প্রত্নস্থানটিতে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। শিলালিপির বিবরণ অনুযায়ী ইমারতটি ৯ম - ১০ম শতাব্দীতে নির্মিত। এর সাথে বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২.	**লালদীঘি নয় গম্বুজ মসজিদ**		বদরগঞ্জ	২৫°৪৩'৩৫.৫"উ. ৮৮°৫৮'৫০.৭"পূ.	প্রজ্ঞাপন নম্বর: সবিম/শা:৬/প্রত্ন: অধি-১৯/(অংশ-২১)/৪৪২ ০৫ আগস্ট,২০০৪	বর্গাকার এ মসজিদের অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ২২'৫" ইঞ্চি। দেয়ালের পুরুত্ব ৩'৩" ইঞ্চি। মসজিদের চার কোণায় ৪টি অষ্টাকোণাকৃতির বুরুজ বা মিনার রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ৩টি করে ৬টি প্রবেশপথ এবং সম্মুখভাগে তিনটি বহুভাজবিশিষ্ট খিলানের প্রবেশ পথ রয়েছে। মসজিদটির নির্মাণ কাঠামো, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ দেখে অনুমান করা যায় এটি ১৮ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে নির্মিত। মসজিদের সম্মুখে বিরাট আকারের একটি দিঘী আছে, যা লাল দিঘী নামে পরিচিত।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **দিনাজপুর**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১৭টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**রামসাগর মন্দির** (রামসাগরের উত্তর পাশে)		**দিনাজপুর সদর** জোনাইল	২৫°৩৩'৩৬.৭" উ. ৮৮°৩৭'২৬.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট, ২০০৬	বর্গাকারে ভূমি নকশায় নির্মিত এ মন্দিরের প্রতিটি বাহুর পরিমাপ ১৮ মিটার ও দেয়ালের প্রশস্ততা ১.১০ মিটার। মন্দিরটিতে চারটি বারান্দা ও বারান্দায় প্রবেশের জন্য তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। বর্তমানে মন্দিরটির ভগ্নাবশেষ এখনও টিকে রয়েছে। মন্দিরের গাত্রে পোড়ামাটি দ্বারা অলংকৃত। মন্দিরেরর স্থাপত্যশৈলী দেখে ধারণা করা যায়, এটি ১৭ থেকে ১৮ শতাব্দীতে নির্মিত।
২.	**গোপালগঞ্জ মন্দির (শ্রী গোপাল মন্দির)** (গোপালগঞ্জ শিবমন্দির)	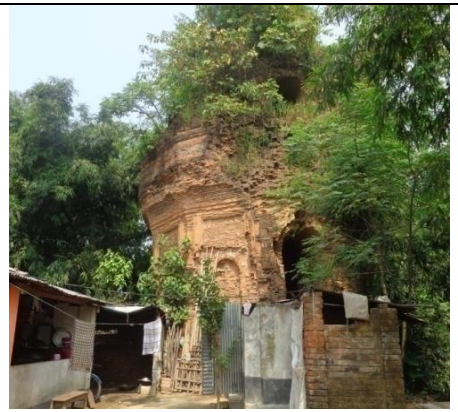	**দিনাজপুর সদর** গোপালগঞ্জ	২৫°৪০'১৫.৭" উ. ৮৮°৩৯'১৭.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০	শিলালিপি অনুযায়ী ১৭৪৬ খ্রি: মহারাজা প্রনাথের (কান্তাজির মন্দিরের নির্মাতা) পোষ্য পুত্র মহারাজা রামনাথ এটি নির্মাণ করেন। তিন তলা বিশিষ্ট মন্দিরটি পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রবেশ পথ রয়েছে। এ মন্দিরটিতে দক্ষিণ মুখী প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকলেই উপরে উঠার জন্য সিঁড়িপথ রয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তর দেয়ালের চারপাশেই কুলঙ্গি রয়েছে। এ মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট।
৩.	**দিনাজপুর জমিদার বাড়ি**		দিনাজপুর সদর	২৫°৩৮'৪৬.৩" উ. ৮৮°৩৯'২২.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭	দিনাজপুর জমিদার বাড়িটি স্থানীয় ভাবে 'রাজবাড়ী' হিসেবে পরিচিত। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ও গভীর পরিখা বেষ্টিত প্রায় ২০ (বিশ) একর জায়গার উপর জমিদার বাড়িটি অবস্থিত। এ বাড়িতে রয়েছে বেশ কয়েকটি দুই তলা ইমারত, যাতে অসংখ্য কক্ষ, দরজা, দেউড়ী ও অলিগলি। যার মধ্যে রয়েছে রানী ভবন, কাচারি বাড়ি এবং মন্দির ইত্যাদি।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**প্রাচীন মসজিদ** (নয়াবাদ প্রাচীন মসজিদ)		**কাহারোল** নয়াবাদ	২৫°৪৬'৫৪.৬" উ. ৮৮°৩৯'৩১.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১০ নভেম্বর ১৯৭৭	আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের উপর স্থাপিত প্রস্তর উৎকীর্ণলিপি হতে জানা যায় যে, ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে /১২০০ হিজরিতে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সময়ে শেখ মুজিব উল্লাহ এটা নির্মাণ করেন। মসজিদের দেয়ালের বহির্গাত্রে শৃগাল ও অন্যান্য প্রাণীর প্রতিকৃতি রয়েছে। এটা একটি বিরল বৈশিষ্ট্য। সাধারণত মুসলমান শাসকদের আমলে নির্মিত মসজিদে কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি পরিলক্ষিত হয় না। মসজিদটিকে নয়াবাদ প্রাচীন মসজিদ হিসাবে স্থানীয় লোকজন জানে।
৫.	**কান্তনগর মন্দির** (কান্তজিউ মন্দির)	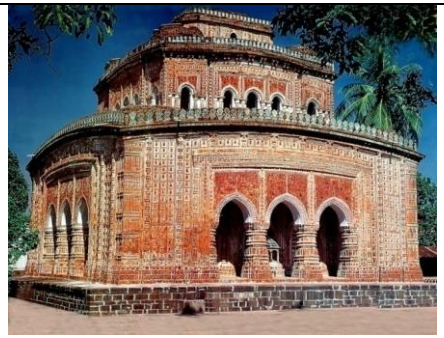	**কাহারোল**	২৫°৪৭'২৫.৫" উ. ৮৮°৪০'০০.২" পূ.	নম্বর:৪-৯২/৫৯. ই. ৬ (এ ও এম) পাকিস্তান সরকার,শিক্ষা মন্ত্রনালয়,করাচি ১৮ নভেম্বর ১৯৬০	বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত তিন তলাবিশিষ্ট এ মন্দিরটি একটি উচু প্লাটফর্মের উপরে অবস্থিত। একটি কেন্দ্রীয় কক্ষের চতুর্দিকে আছে টানা বারান্দা। মন্দিরটি অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকে সুশোভিত। এসব ফলকে রামায়ণ, মহাভারত ও সমসাময়িক সমাজের চিত্র বিধৃত হয়েছে। এ উপমহাদেশের এটা একটি অপূর্ব প্রাচীনকীর্তি। ১৭২২ হতে ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথ ও তাঁর পুত্র রামানাথ কর্তৃক এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরের নয়টি রত্ন (চূড়া) ধ্বসে পড়ে। বর্তমানে মন্দিরটিতে হাজার হাজার দর্শনার্থী ও তীর্থযাত্রীগণের পদচারণায় মূখরিত হয়ে থাকে।
৬.	**প্রাচীন মন্দির** (কান্তজিউ মন্দির সংলগ্ন অর্চনা মন্দির)		**কাহারোল**	২৫°৪৭'২৮.৯" উ. ৮৮°৪০'০১.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট ২০০৬	কান্তজিউ মন্দিরের উত্তর প্রাচীর থেকে মাত্র ৪৫ মিটার দূওে মন্দিরটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে মন্দিরটিকে অর্চনা মন্দির হিসাবে অবহিত করা হয়। দক্ষিণমুখী এ মন্দিরটির বাহিরের ব্যাস ৭.০৪ মি. ও ভিতরের ব্যাস ৩.০২ মি.। দেয়ালের প্রশস্ততা ২.০১ মি.। মন্দিরের একটি মাত্র প্রবেশপথ রয়েছে। প্রবেশপথের ডান দিকে ৭০ সে.মি. সর্পিল আকৃতির উপরে ওঠার একটি সিঁড়ি পথ রয়েছে। মন্দিরটির স্থাপত্যশৈলী দেখে ধারণা করা যায়, এটি ১৮ শতাব্দীতে নির্মিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	**সুরা মসজিদ**		**ঘোড়াঘাট**	২৫°১৫'০৭.৩" উ. ৮৯°১২'৪৪.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ মার্চ, ১৯২৭	এ মসজিদ নির্মাণে ইট ও প্রস্তরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদের মূল প্রার্থনা কক্ষটি বর্গাকার ও উপরে একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। বারান্দার ছাদ ৩টি গম্বুজ রয়েছে। প্রার্থনা কক্ষের চারকোণে ৪টি এবং বারান্দার বাহিরের দুই কোণে ২টি কওে মোট ৬টি অষ্টকোণাকৃতির প্রস্তর নির্মিত বুরুজ রয়েছে। গঠনপ্রণালী এবং স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে বিচারে এ মসজিদটি সুলতান হোসেন শাহী আমলে নির্মিত বলে অনুমিত।
৮.	**ঘোড়াঘাট দুর্গ**		**ঘোড়াঘাট** মাজারপাড়া	২৫°১৩'২৯.৪" উ. ৮৯°১৭'৩১.৭" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ ৩১ অক্টোবর ১৯৭৭	ঘোড়াঘাট উপজেলার এ মাটির দুর্গটি মোঘল সুবাদার ইসলাম খান-এর সেনানিবাস ছিল। আসামের হিন্দুরাজা ও কুচবিহারের রাজাকে মোকাবেলা করার জন্য কৌশল গত কারণে এটি নির্মাণ করা হয় যা আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। দুর্গটি উত্তর-দক্ষিণে আনুমানিক এক মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে এক মাইলের চেয়ে কিছু কম প্রশস্থ। দুর্গের চারপাশে ১৫.২৪ মিটার প্রশস্ত মাটির প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। দুর্গের পূর্ব পাশে রয়েছে করতোয়া নদী।
৯.	**বার পাইকের গড়**		**ঘোড়াঘাট** সিংড়া	২৫°১৭'৪৪.৭" উ. ৮৯°১৪'১৪.১" পূ.	ধর্ম বিষয়ক, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ২৪ অক্টোবর, ১৯৭৯	বার পাইকের গড় দুর্গটির চারপাশে ৩.০৫ মি. প্রশস্ত ও উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য এ প্রাচীরের বাহিরে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করা হয়েছে। দুর্গের উত্তর বাহুর মধ্যস্থলে প্রবেশপথ রয়েছে। দুর্গের অভ্যন্তরে সর্বত্র মৃৎপাত্রের টুকরো ও ভগ্ন ইট পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া উত্তর বাহুর পূর্ব দিকের অংশে দেয়ালের অংশবিশেষ উন্মুক্ত অবস্থায় দেখা যায়।
১০.	**সিতাকোট স্তুপ** (বিহার)		**নবাবগঞ্জ**	২৫°২৪'৫১.০" উ. ৮৯°০৩'০৫.৭" পূ.	শ্রম, সমাজ কল্যাণ, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২৪ জুলাই, ১৯৭৫	১৯৬৮ সালে প্রথম এবং পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এ প্রত্নস্থলে প্রায় বর্গাকারে (প্রতি বাহু ৩৫.০৫ মি.) একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ উন্মুক্ত হয়। বিহারের চার বাহুতে মোট ৪১টি ভিক্ষু কক্ষ আছে। এখানে যে সমস্ত প্রত্নবস্তু পাওয়া যায় তন্মধ্যে ব্রোঞ্জ নির্মিত বোধিসত্ব পদ্মপানি ও একটি বোধিসত্ব মঞ্জু শ্রী মূর্তি এবং কয়েকটি কালো চকচকে মৃৎপাত্রের টুকরো (এন.বি.পি) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নির্মাণশৈলী এবং প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু দেখে অনুমিত হয় যে, সীতাকোট বিহারটি ৭ম-৮ম শতাব্দীতে নির্মিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১.	**অরুনধাপ**		**নবাবগঞ্জ**	২৫°২২'৩৯.৫" উ. ৮৯°০৯'২৪.১" পূ.	**৩০-০৮-১৯৭৭**	নবাবগঞ্জ থানার অদূরে বিশেষত: করতোয়া নদীর তীরে অনেকগুলো প্রাচীন ঢিবি রয়েছে। এসব ঢিবিতে বৌদ্ধ বিহার মন্দির ও স্তুপের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এ সমস্ত ঢিবির মধ্যে অরুণধাপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ঢিবিতে সীমিত আকারে খনন পরিচালনা করার ফলে মাঝারি আকারের একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষসহ কিছু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।
১২.	**কাঞ্চির হাড়ি ঢিবি**		**নবাবগঞ্জ** চকজুনাইদ	২৫°২২'৪৫.০" উ. ৮৯°০৯'০৪.৪" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ ৩০ আগস্ট ১৯৭৭	অরুন ধাপ হতে অদূরে পশ্চিম দিকে কাঞ্চিরহাড়ি নামক এ ঢিবি অবস্থিত। মাঝারি আকারের এ ঢিবিটি স্থানীয় ইট হরণকারীদের দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বগুড়া জেলার গোকুল মেধ মন্দিরের ন্যায় একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখানে রয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।
১৩.	**শিব মণ্ডপ**	-	**নবাবগঞ্জ**		কলকাতা গেজেট ০৩ আগস্ট ১৯৩৩	তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান
১৪.	**চোর চক্রবর্তী ঢিবি**		**বিরামপুর**	২৫°২৫'২৮.৮" উ. ৮৮°৫৯'৫৭.৩" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ ০৩ অক্টোবর ১৯৭৭	সীতাকোট বৌদ্ধ বিহার হতে প্রায় ৫(পাঁচ) মাইল পশ্চিমে নবাবগঞ্জ চরকাই সড়কের উত্তর পার্শ্বে একটি আয়তাকার ঢিবি রয়েছে। চতুর্দিকে প্রশস্ত পরীখা বেষ্টিত ঢিবিতে গুরুত্বপূর্ন প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ রয়েছে বলে অনুমতি। খননের ফলে প্রত্নস্থলে প্রাচীন ইমারতের কয়েকটি কক্ষ আবিষ্কৃত হয়। ঢিবিটিতে ১৯৭২-১৯৭৩ সালে পরীক্ষামূলক সীমিত আকারে উৎখনন ও পরিচালনা করা হয়।
১৫.	**বৈগ্রাম মন্দির (শিব মন্দির)**		**হাকিমপুর** বোয়ালদার	২৫°১৭'৪৯.৯" উ. ৮৯°০১'৩৪.১" পূ.	-	হিলি রেল স্টেশন থেকে আনুমানিক ১.৫ কিমি উত্তর-পূর্ব দিকে বৈগ্রাম নামক গ্রামে এ মন্দির অবস্থিত। এখানকার একটি প্রাচীন পুকুর সংস্কারকালে শান বাধাঁ ঘাটে সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালের (৪৪৮ খ্রিঃ) প্রদত্ত একটি তাম্রপট্ট পাওয়া যায়। তাম্রপট্টটির মাধ্যমে শিব নন্দিন নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ স্বামীর মন্দির নামক একটি শিব মন্দিরের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। দেশ বিভাগের অনেক পূর্বে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে উৎখননকার্য চালিয়ে একটি শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬.	**আওকরা মসজিদ**		**খানসামা**	-	বাংলাদেশ গেজেট ১১ অক্টোবর ২০১৮	আয়তাকৃতির আওকরা মসজিদটির পরিমাপ: দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট ও প্রস্থ ১৬ ফুট। দেওয়ালের পুরুত্ব ৪০ ইঞ্চি। মিহরাবের ভিতরের গাত্রে আয়তাকার ফ্রেম রয়েছে। এ মসজিদটির একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো বিশাল ৩টি প্রবেশ পথ। প্রতিটি প্রবেশ পথের উপরে এবং দুই পাশে ১৪টি আয়তাকার ফ্রেমের উপর স্থাপিত গাছের প্রতিকৃতির নকশাকৃত পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। মসজিদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণে মুঘল স্থাপত্য রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।
১৭.	**জয়শঙ্কর রায় চৌধুরীর জমিদার বাড়ী**		**খানসামা**	-	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ আগস্ট ২০১৮	জয়শঙ্কর রায় চৌধুরীর জমিদার বাড়িটি পূর্ব-পশ্চিমে (২৩.৩০ × ১০.৭০) মিটার লম্বা। এ ঘরের উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্বপাশে বারান্দা রয়েছে। ঘরটিতে মোট দু'টি কক্ষ রয়েছে। বারান্দাগুলোতে চারকোণাবিশিষ্ট পিলার। দক্ষিণ বারান্দাতে ৯টি পিলার এবং পূর্ব বারান্দাতে ৫টি পিলার রয়েছে।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **নীলফামারী**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৫টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল/ পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**নীলফামারী বড় মসজিদ**		নীলফামারী সদর	২৫°৫৬'১৪.০" উ. ৮৮°৫১'০০.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮	হীলফামারীর বড় মসজিদটির দেয়ালের পুরুত্ব ০.৬৫ মিটার, ভূমি থেকে কার্ণিস পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ১৮ ফুট। ছাদের উপরে ০৫ (পাঁচ) টি গম্বুজ রয়েছে। বড় গম্বুজের বাহিরের ব্যাস ৬.৫০ মিটার। চারকোণায় ৪টি গম্বুজের প্রতিটির ব্যাস ৩.১৫ মিটার। মসজিদে রয়েছে চারকোণায় চারটি কর্ণার টারেট।
২.	**বিন্নাদিঘীর ঘাট**		নীলফামারী সদর	২৬°০০'১২.৩" উ. ৮৮°৪৫'১৯.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২০ জুন ২০২০	ডোমার রেলস্টেশন হতে ১৩/১৪ কি:মি: দক্ষিন–পশ্চিমে এবং দিনাজপুরের খানসামা থানার পূর্ব সীমান্তবর্তী এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত বিন্নাদিঘী। এই দিঘীর দৈর্ঘ্য ৭০০ মিটার প্রস্থ ৪৫০ মিটার। দিঘীর শান বাঁধানো ঘাটের অস্তিত্ব এতকাল পরেও টিকে আছে। এই দিঘির চারপাশে তেমন কোন প্রাচীন স্থাপনা নেই বললেই চলে। দিঘী থেকে প্রায় ৬০০ মিটার উত্তরে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বাংসাবশেষ দেখা যায়।
৩.	**ধর্মপালের গড়**		জলঢাকা ধর্মপাল	২৬°০৪'৪৩.২" উ. ৮৮°৫৩'৫৫.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর, ১৯৮৭	ধর্মপাল গড় পরিকল্পনায় নির্মিত। বলা হয় যে, রাজা ধর্মপাল এই প্রাচীন স্থাপনাটি নির্মাণ করেন। উত্তর ও দক্ষিণসহ প্রতিটি প্রাচীরের মাঝামাঝি স্থান সামান্য উদগত যা দুর্গে প্রবেশের দ্বার বলেই মনে হয়। মাটি দিয়ে নির্মিত প্রাচীরগুলো এখনও ১২ ফুট চওড়া এবং ৯.৫ ফুট উচু। প্রাচীর সংলগ্ন বাহিরে রয়েছে ১৫ ফুট চওড়া পরিখা। এর ভিতরে ২টি জলাশয় দেখা যায়।
৪.	**ঐতিহাসিক রাজা হরিশ চন্দ্রের পাঠ**		জলঢাকা খুটামারা	২৫°৫৯'৩৪.২" উ. ৮৮°৫৫'১৫.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ নভেম্বর ২০১৮	রাজা হরিশচন্দ্র পাঠ দানবীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ঢিবিটি চাড়ালকাটা নদীর দক্ষিণ তীরে প্রায় .৩৩ একর উঁচু জমিতে অবস্থিত। ঢিবিটির পরিমাপ: দৈর্ঘ্য ৪৪.২৬ মিটার, প্রস্থ ৪৩.২৬ মিটার এবং উচ্চতা ২মিটার। ঢিবির উপর নয় খন্ড বড় বেলে পাথর পড়ে আছে। পাথরগুলো আয়তাকার বিভিন্ন আকৃতির। রাজা হরিশচন্দ্র পাঠ হতে পোড়ামাটির ফলক, কাঠের তৈরী নারী মূর্তি, বেলে পাথরের খন্ডসহ বিভিন্ন প্রত্নসম্পদ সংগৃহীত হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল/ পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	**নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়**		জলঢাকা	২৫°৫৬'০৭.৬" উ. ৮৮°৫১'১৭.১" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক: ৪৩.০০.০০০০.০১১৪.০১ ৬.১৫১.১৫-৩২৪ তারিখ: ১৫ডিসেম্বর, ২০১৫	নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অবস্থিত প্রাচীন ভবনটি ব্রিটিশ শাসনামলে নির্মিত। লাল রংয়ের প্রাচীন ভবনটি পূর্ব-পশ্চিমে ৭৬.৫২ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩২.৯৩ মিটার। ভবনটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, নির্মাণশৈলী ও সৌন্দর্য এখনও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যা কালের স্বাক্ষী হয়ে আজও এমন পিয়াসু মানুষের কাছে আর্কষণের কেন্দ্র বিন্দু।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **ঠাকুরগাঁও**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৪ টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**ঢোলহাট মন্দির**		ঠাকুরগাঁও সদর আরাজী দক্ষিণ বটিনা	২৬°০৭'৩৭.৭" উ. ৮৮°২৫'২৮.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৪ জুলাই, ২০০২	গৌরাল রায় চৌধুরী নামক এক নিঃসন্তান ভূস্বামী ঢোলহাট শিব মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এ মন্দিরটি দ্বিতল বিশিষ্ট। গম্বুজসহ মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ২০ মি.। প্রথম তলার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে দু'টি প্রবেশপথ রয়েছে। দক্ষিণের প্রবেশপথে ১৭ টি শিব লিঙ্গের প্রতিকৃতি ছিল, যা অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। বাহিরের দেয়ালে লতাপাতা ও ফুলের নকশা দেখা যায়। দ্বিতীয় তলার মেঝে সমতল। দ্বিতীয় তলার চারদিকে ৪টি ছোট প্রবেশপথ ও ৪টি জানালা রয়েছে। জানালাগুলোতে ত্রিভূজাকৃতির ইটের জাল বা খোপ রয়েছে। দ্বিতীয় তলার উপরে যে গম্বুজটি ছিল তা ভেঙ্গে গেছে। মন্দিরের ভিতরে বৃহৎ আকৃতির শিবলিঙ্গ রয়েছে। মন্দিরটি নির্মাণ ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
২.	**রাজা টংকনাথ চৌধুরীর প্রাচীন রাজবাড়ী**		রাণীশংকৈল সহোদর	২৫°৫৩'৩৩.৯" উ. ৮৮°১৬'২৮.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ জুলাই, ২০১৯	১৯ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজবাড়ীটি নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। এ রাজবাড়ীর সামনে রয়েছে সুবিশাল এক সিংহ দরজা। দালানের স্থাপত্যশৈলীতে আধুনিকতার পাশাপাশি ভিক্টোরিয়ান অলঙ্করণের ছাপ সুস্পষ্ট। রাজবাড়ী সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব কোণে কাছারি বাড়ি পূর্বে দু'টি পুকুর এবং রাজবাড়ী থেকে ২০০ মিটার দক্ষিণে রামচন্দ্র (জয়কালী) মন্দির অবস্থিত।
৩.	**জামালপুর জামে মসজিদ**		রাণীশংকৈল জামালপুর	২৬°০০'৩৬.৫" উ. ৮৮°২২'৩২.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৪ সেপ্টেম্বর ,২০০৩	জামালপুর জামে মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। এ মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৫টি এবং উত্তর দেয়ালে একটি ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে মোট ৭টি অলংকৃত অর্ধগোলাকার খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদটি গঠন শৈলী ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে মসজিদটিকে মোঘল স্থাপত্যশৈলী সমৃদ্ধ ব্রিটিশ আমলে নির্মিত বলে প্রতীয়মান হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**হরিপুর জমিদার বাড়ি**		হরিপুর	২৫°৪৯'৫৪" উ. ৮৮°০৭'৪৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হরিপুর জমিদার বাড়িটি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। বাড়িটি ইট, চুন ও সুরকির গাঁথুনি দিয়ে তৈরী। প্রায় তিন একর স্থানে কাছারি ঘর, উপসানালয়, নাচ মহল, নাগমহল, অন্দর মহল ও অন্ধকুপ নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়ির ২য় তলায় ভবনে রয়েছে লতাপাতার নকশা ও পূর্ব দেয়ালের শীর্ষ রাজর্ষী জগেন্দ্র নারায়নের চৌদ্দটি আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। দৃষ্টি নন্দন কারুকাজের বিলুপ্তপ্রায় নিদর্শনের প্রাচীনত্ব বিবেচনায় এটি একটি আকর্ষনীয় স্থাপত্য। এখানে একটি সমৃদ্ব গ্রন্থগার থাকলেও বর্তমানে তার অস্তিত্ব নাই। জমিদার বাড়িতে একটি সিংহ দরজা ছিল।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **পঞ্চগড়**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৯টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**খালপাড়া, প্রাচীন ঢিবি**		পঞ্চগড় সদর ভিতরগড়	২৬°২৬'৩৩" উ. ৮৮°৩৬'৩২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ নভেম্বর, ২০১১	ভিতরগড় দুর্গনগরীকে সুরক্ষিত করার জন্য ৪টি দুর্গ প্রাচীর ও তৎসংলগ্ন পরিখা নির্মাণ করা হয়েছিল। ইট দ্বারা নির্মিত ২য় দুর্গ প্রাচীর ছিল তার মধ্যে অন্যতম। কাজিরহাট বাজার থেকে মহারাজার দিঘীতে যাওয়ার রাস্তা হতে প্রায় ৪৫০ মিটার উত্তরে ২য় দুর্গ প্রাচীরের পশ্চিম বাহুর বেশ কিছু অংশ অনাবৃত অবস্থায় রয়েছে। এখানে দুর্গপ্রাচীরের প্রশস্ততা ২.৬৫ মিটার এবং উচ্চতা ২ মিটার।
২.	**মর্কদম গড়**		পঞ্চগড় সদর ভিতরগড়	২৬°২৭'২৫.০" উ. ৮৮°৩৬'৪৫.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ নভেম্বর ,২০১১	ভিতরগড় দুর্গনগরীর ২য় দুর্গ প্রাচীরের উত্তর বাহুর প্রায় মাঝামাঝি স্থান বর্তমানে স্থানীয়ভাবে তেঁতুলতলা গড় নামে পরিচিত। এখান থেকে প্রায় ১৫০ মিটার পূর্ব দিকে চুমানুপাড়ায় দুর্গের বাক লক্ষ্য করা যায়। যা থেকে ধারণা করা হয় এখানে কোনো গোলাকৃতির উচু 'পার্শ্ব বুরুজ' নির্মিত হয়েছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য সম্ভবত এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল।
৩.	**আবেষ্টনী দেওয়াল**		পঞ্চগড় সদর ভিতরগড়	২৬°২৫'২৮.৮" উ. ৮৮°৩৬'৩৬.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ নভেম্বর ,২০১১	ভিতরগড় প্রত্নস্থলের অভ্যন্তরীণ দুর্গ প্রাচীরটি ছিল প্রায় আয়তাকার বিশিষ্ট একটি সুরক্ষিত দুর্গ নগরী। এর প্রাচীরগুলো ইটের নির্মিত ছিল বলে জানা যায়। স্থানীয় জনগণের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায়, দুর্গ প্রাচীরের অভ্যন্তরে রয়েছে পৃথু রাজার ভিটা, মহারাজার মন্দির ও কবরঘুরী দিঘী। দুর্গ প্রাচীরের পূর্ব বাহু সংলগ্ন উত্তর-পূর্বে কোণে রয়েছে ভিতরগড়ের ঐতিহাসিক মহারাজা দিঘী। প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রাচীরের গুরুত্ব অপরিসীম।
৪.	**মডেল বাজার গড়**		পঞ্চগড় সদর ভিতরগড়	২৬°২৫'৫৪.৯" উ. ৮৮°৩৭'১০.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ নভেম্বর, ২০১১	২য় দুর্গ প্রাচীরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় ঈদগাহ মাঠটি অবস্থিত। এর দক্ষিণ পাশেই রয়েছে পরিখা। পূর্বে আবাদি জমি এবং পশ্চিমে বাড়িঘর।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	**মেহেনা ভিটা গড়**		পঞ্চগড় সদর ভিতরগড়	২৬°২৭'০০.১" উ. ৮৮°৩৬'৪৬.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ নভেম্বর, ২০১১	এ প্রত্নস্থলটি ইটের প্রাচীর বেষ্টিত আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। সম্ভবত এ প্রত্নস্থলে পৃথু রাজার কাচারি বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে এ প্রত্নস্থলটি উচু আবাদী জমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৬.	**শ্রী গোলক ধাম মন্দির**	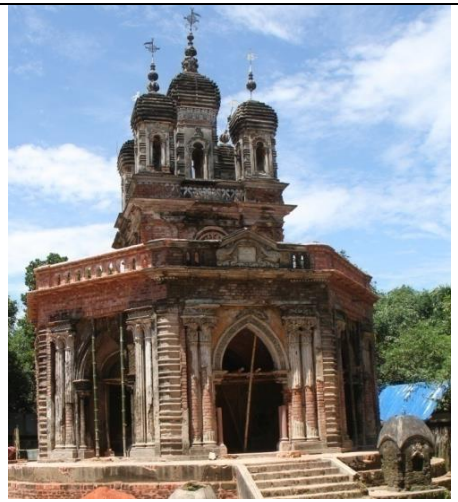	দেবীগঞ্জ শালডাংগা	২৬°১২'০০.০" উ. ৮৮°৪১'২৬.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ আগস্ট, ২০০০	মন্দির দেয়ালে সংযুক্ত শ্বেত পাথরের লিপি ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, গোলক ধাম মন্দির ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। মন্দিরটির নির্মাতা জয় গোপাল গোস্বামী। মন্দিরটি নবরত্ন শৈলী অনুসরণ ও অনুকরণে নির্মিত। জনশ্রুতি অনুযায়ী এ মন্দিরটির ৪টি রত্ন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আপাতত: ৫টি রত্নের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে পঞ্চরত্ন মন্দির হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মন্দিরটি সমতল ভূমি হতে তিন স্তরে বৃত্তাকার মঞ্চের উপর অষ্টকোণাকৃতির ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত।
৭.	**বরদেশ্বরী মন্দির**		বোদা বড়শশী	২৬°১৩'৫৩.৭" উ. ৮৮°৪১'৫৫.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২	এ প্রত্নস্থানে মাটির প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত একটি বিশাল দুর্গ রয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিকট এ দুর্গ বাহিরগড় নামে পরিচিত। এ দুর্গের অভ্যন্তরে একতলা ও সমতল ছাদবিশিষ্ট একটি মন্দির আছে। এর মন্দিরের থেকে দক্ষিণ পূর্ব কোণে একটি প্রাচীন ঢিবি রয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বদেশ্বরী মন্দিরটি কুচ বিহারের রাজা কর্তৃক নির্মিত। নির্মাণশৈলী ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বিচারে এ মন্দিরটি ১৯ শতাব্দী নির্মিত বলে ধারণা করা যায়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.	**মির্জাপুর শাহী মসজিদ**		আটোয়ারী মির্জাপুর	২৬°১৭'০৯.৮" উ. ৮৮°২৬'৩৫.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৪	তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় বাংলাদেশ মোঘল স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। মসজিদের কেন্দ্রটির প্রবেশ পথের উপর একটি শিলালিপি রয়েছে। গঠন প্রণালী, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ এবং উৎকীর্ণলিপির বিষয়বস্তু দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, মির্জাপুর শাহী মসজিদটি ১৯ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।
৯.	**ইমামবাড়া** (মির্জাপুর ইমামবাড়া)		আটোয়ারী মির্জাপুর	২৬°১৭'০৭.৩" উ. ৮৮°২৬'৩৬.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৪	এ ইমাম বাড়াটির অভ্যন্তরে একটি বর্গাকার কক্ষ রয়েছে। এ কক্ষের চারদিকে ১.৩৫ মি. প্রশস্ত বারান্দ রয়েছে। এ বারান্দার প্রতিটি দেয়ালে অর্ধবৃত্তাকার খিলানযুক্ত ৩টি করে প্রবেশপথ রয়েছে। মূল কক্ষের বহি: দেয়ালে ৪ টি করে মোট ১৬ টি কুলঙ্গি রয়েছে। ইটের গঠন ও স্থ্যাপত্য কাঠামো দেখে মনে হয় এটা মোঘল আমলে নির্মিত হয়েছে।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **লালমনিরহাট**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০২টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**নিদারিয়া মসজিদ**		লালমনিরহাট সদর পঞ্চগ্রাম	২৫°৫১'৩০.২"উ. ৮৯°৩১'১০.৩"পূ.	প্রজ্ঞাপন সা: ৬/১ এ-১৬/১০(অংশ-১) ০৫ এপ্রিল ১৯৯৭	তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। মসজিদের চারটি কোণায় অষ্টকোণাকৃতি স্তম্ভ বা মিনার রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব এবং উত্তর ও পূর্ব দেয়ালে একটি করে ও পশ্চিম দেয়ালে ২টি কুলঙ্গি রয়েছে। মসজিদটির সামনের দেয়ালে কালো পাথরের উপর ফারসি লিপি সন্নিবেশিত রয়েছে। শিলালিপি অনুসারে জনৈক মাসুদ খানের ছেলে মনসুর খান ১১৭৬ হিজরীতে (খ্রিস্টীয় ১৭৬২) মসজিদটি নির্মাণ করেন।
২.	**গিলাবাড়ি ঐতিহাসিক প্রাচীন মসজিদ**		আদিতমারী	-	প্রজ্ঞাপন ০১ আগস্ট, ২০২২	মসজিদটি সম্ভবত মোগল আমলে নির্মিত। ঐতিহাসিক মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় তৈরি করা হয়েছে। মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। প্রাচীন এ মসজিদটির কাঠামো ইট, চুন সুরকির গাঁথুনি।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **কুড়িগ্রাম**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৬টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**সর্দারপাড়া জামে মসজিদ**		কুড়িগ্রাম সদর কাঠালবাড়ি	২৫°৫০'৩৮.৩"উ. ৮৯°৩৫'০৪.৪"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট ২০০৬	আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত প্রাচীন মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব ২৪ ইঞ্চি। পূর্ব দেয়ালে ৩টি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদ অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব রয়েছে যার মধ্যে মাঝের মিহরাবটি আয়তাকার। চার কোণায় ৪ টি ছোট সরু মিনার ও ছাদের উপরে ৩টি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদেটির নির্মাণকাল সম্পর্কে লিপিবদ্ধ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে মোঘল স্থাপত্যশৈলী দেখে অনুমান করা যায়, মসজিদটি মোঘল আমলের শেষের দিকে কিংবা ব্রিটিশ আমলের শুরুর দিকে নির্মিত।
২.	**নাওডাঙ্গা শিব মন্দির**		ফুলবাড়ী	২৫.৯৮১৮৫ উ. ৮৯.৫১৫৩৭ পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৮ এপ্রিল ২০১৯	নাওডাঙ্গা পরগনার জমিদার বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু শিব প্রসাদ বক্সী এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এক গম্বুজ বিশিষ্ট ৩০ ফুট উচ্চতার মন্দিরটিতে জমিদার আমলে শিব পুজা হতো বলে ধারণা করা হয়। মন্দিরের দেয়ালে এখনও বিভিন্ন নকশা অংকিত পোড়ামাটির ফলক দেখতে পাওয়া যায়।
৩.	**মেকুরটারী শাহী মসজিদ**		রাজারহাট	২৫°৪৮'০১.০" উ. ৮৯°৩২'৫৯.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ জুলাই ১৯৯৩	তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মেকুরটারীশাহী মসজিদটি মোঘল স্থাপত্য শৈলীতে নির্মাণ করা হয়। মসজিদটির চারপাশে ৪টি বড় মিনার এবং ১৬টি ছোট মিনার রয়েছে। দেয়ালের পুরুত্ব প্রায় ৪২ সে.মি.। মসজিদের বাহির ও ভেতরের দেয়ালে আকর্ষণীয় অলংকরণ বিদ্যমান। মসজিদটি মোঘল আমলের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**মুন্সিবাড়ি (জমিদার বাড়ি)**		উলিপুর	২৫°৪০'৩০.৪"উ. ৮৯°৩৭'৪২.০"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৫ এপ্রিল ২০১৮	মুন্সিবাড়ি জমিদার বাড়িটি ইট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে নির্মিত দুই তলা ভবন। এর নীচতলায় ৪টি কক্ষ এবং উপর তলায় একটি ছোট কক্ষ রয়েছে। দক্ষিণ বারান্দায় উঠার জন্য একটি, পূর্ব বারান্দা একটি, উত্তর-পশ্চিমে ইংরেজি এল বর্ণের বারান্দায় ৫টি সিঁড়ি পথ রয়েছে। মূল ভবনটি উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ২২.৭৫ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থ ১৭.৬০ মিটার। ভবনটি কালের স্বাক্ষী হয়ে আজও দাড়িয়ে আছে।
৫.	**প্রাচীন কাজীর মসজিদ**		উলিপুর উত্তর দলদলিয়া	২৫°৪১'৪৬.২"উ. ৮৯°৩৩'৪৯.৯"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ মে ১৯৯৬	এ মসজদটি নির্মাণ করেন পারস্য (ইরান) থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত জনৈক কাজী কুতুব উদ্দিন। তিন গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের দৈর্ঘ্য ৯.৬০মি. ও প্রস্থ ৩.৫৮মি. এবং দেয়ালের পুরুত্ব প্রায় ৭৬ সে.মি.। মোঘল স্থাপত্যশৈলীর সাথে এদেশীয় নির্মাণ শৈলীর সমন্বয়ে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। ফারসি ভাষার শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি ১২১৪ হিজরীতে নির্মাণ করা হয়।
৬.	**ছিনাই চতুর্ভুজ শিব মন্দির**		রাজারহাট	২৪°৫১'৫০.৭২"উ. ৮৯°৩৪'৬.৭৬" পূ.	প্রজ্ঞাপন ০১ মার্চ, ২০২২	কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার চতুর্ভূজ গ্রামে শিব মন্দির অবস্থিত। প্রাচীন এ মন্দিরটির স্থাপত্যশৈলী বিবেচনায় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে অথবা ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে নির্মিত। গঠনশৈলী ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ ধরণের মন্দির স্থাপনা ও অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় না। খিলানযুক্ত মন্ডপের উত্তর ও পূর্ব পাশের চতুর্ভূজ আকৃতির চেম্বার রয়েছে, যা স্থাপনাটিকে করেছে অনন্য।

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **গাইবান্ধা**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০২টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**কাদিরবক্স মন্ডলের মসজিদ**		পলাশবাড়ী	-	২৯ আগস্ট, ২০১৩	কাদির বকস মন্ডলের মসজিদটি গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি উপজেলা সদরের বগুড়া- রংপুর মহাসড়কের পশ্চিমপাশে আনুমানিক ৩০০ মি: দুরে অবস্থিত। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি ইট ও চুন সুরকির গাথুনি পরিলক্ষতি হয়। মসজিদের সম্মুখের চুনাবালরি মিশ্রনে তৈরি ফুল ও লতাপাতার অলংকরণ রয়েছে। সম্ভবত অলংকরণের উপর পরবর্তীতে আধুনিক রংয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে ক্ষুদ্রাকৃতির মিহরাব ও দক্ষিণ দেয়ালে মিম্বর রয়েছে। গম্বুজের নিচে চার কোনার পেন্ডেটিভ দেখা যায়। গম্বুজের ভিতর গোলাকার কিন্তু উপরিতল বহু খাঁজ বিশিষ্ঠ। কার্নিশে ছোট ছোট মারলণ ডেকারেশন রয়েছে। কাদির বক্স নামকরণ থেকে অনুমিত হয় কাদির মন্ডলের পূর্বসূরিরা কেউ এটা নির্মাণ করতে পারে। নির্মাণ শৈলী ও মসজিদ কাঠামোয় ব্যবহৃত উপাদান থেকে জানা যায় মসজিদটি ব্রিটিশ আমলে খুব সম্ভবত ১৮শ শতকের শেষভাগে বা ১৯ শতকের প্রথমভাগে এটি নির্মান করা হয়।
২.	**বিরাট রাজার ঢিবি**		গোবিন্দগঞ্জ	২৫°০৮'৫৫.৯"উ. ৮৯°১৪'৫১.০"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল, ১৯৮৭	গোবিন্দগঞ্জ থানা থেকে প্রায় ১৬ কি.মি. পশ্চিম দিকে বিরাট নগর নামক প্রাচীন ঢিবি অবস্থিত। এ স্থানে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন রয়েছে। ১৮৬০ সালে প্রস্তুতকৃত মেজর শের উইলের মানচিত্রে এ স্থানকে "ব্রাদ রাজার গড়" বলে অভিহিত করা হয়েছে। ১৯১০ খ্রি. দিকে বিরাট নগর এলাকা থেকে ব্রোঞ্জ নির্মিত ৫ টি বিষ্ণু মূর্তি আবিষ্কৃত হয়।